বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট

একাডেমিক পরিকল্পনা ২০২৬

১। সরকার নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক দুটি অংশে বিভক্ত করে নির্ধারিত সময়ের ভিতরে শেষ করতে হবে।

২। প্রতি টার্মের (অর্ধ-বার্ষিক এবং বার্ষিক) জন্য নির্ধারিত সিলেবাসকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হবে।

৩। প্রতিটি অংশের জন্য ০৩টি কুইজ টেস্ট এবং ১টি টিউটোরিয়াল পরীক্ষা যার নাম হবে সিটি।

৪। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির কুইজে একাডেমিক প্রশ্নের পাশাপাশি এডমিশন টেস্টের প্রশ্নপত্র যুক্ত করা হবে।

৫। কুইজ টেস্ট ও সিটি এর ফলাফল সংরক্ষণ করবেন সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক। প্রতিটি কুইজ টেস্টের পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কুইজ টেস্টের ফলাফল অভিভাবকগণকে মোবাইল ফোনে অবগত করবেন এবং শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। ১ম ও ২য় কুইজের ফলাফল সন্তোষজনক না হলে অভিভাবকগণকে মোবাইল ফোনে মোটিভেশন দিবেন। ৩য় কুইজের ফলাফল সন্তোষজনক না হলে শাখা কো-অর্ডিনেটর এর মাধ্যমে অভিভাবককে প্রতিষ্ঠানে এনে সাক্ষাৎ করবেন বিষয় শিক্ষক।

৬। সিটি-১ এ ফলাফল সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে বিশেষ ক্লাসের পরামর্শ দিবেন।

৭। শিক্ষার্থী যদি ধারাবাহিকভাবে ২য় অংশের জন্য নির্ধারিত ১ম, ২য় ও ৩য় কুইজে এবং সিটি-২ তে সন্তোষজনক ফলাফল অর্জন করতে না পারে তবে প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে এই শিক্ষার্থীর যাবতীয় রিপোর্ট উপস্থাপন করবেন। বিষয় শিক্ষক প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৮। ধারাবাহিক মূল্যায়নে দূর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি শনিবার বিশেষ ক্লাসে অংশ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ওই ক্লাসে বোর্ড পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বা টপিকস পড়ানো হবে এবং ক্লাসেই তাৎক্ষণিক পরীক্ষা নেয়া হবে। যদি তাৎক্ষণিক পরীক্ষায় খারাপ করে তবে এসাইনমেন্ট দিতে হবে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যের এ কার্যক্রম শিক্ষার্থীর উন্নতি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকবে।

৯। যদি সাপ্তাহিক এক দিনের স্পেশাল ক্লাসে উপকার না হয় তবে তাদের নিয়ে বন্ধের সময় ৭ দিন/ ১০ দিন/ ১৫ দিনের ক্যাপসুল কোর্স সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নেয়া হবে। ক্যাপসুল কোর্স শেষে আবার পরীক্ষা নেয়া হবে ৩০ মার্কের। অধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উক্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তার পড়ালেখার আগ্রহ প্রকাশ করবে।

১০। প্রতিটি শিক্ষার্থীর পারিবারিক অবস্থা ভিন্ন। তাদের মানসিক অবস্থা ভিন্ন। তাই তাদের সম্পর্কে ভালভাবে না জেনে চাপ প্রয়োগ করা হিতে বিপরীত হতে পারে। এজন্য প্রত্যেক শ্রেণিশিক্ষকের কাছে তার ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীর জন্য যাবতীয় তথ্য সম্বলিত একটি আলাদা ফোল্ডার থাকবে। সেখানে তার যাবতীয় তথ্য, একাডেমিক ফলাফল, ফলাফল উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ ও এর ফল লিপিবদ্ধ থাকবে। যা দিয়ে তার প্রমোশন বা কর্মপরিকল্পনা নির্ধারিত হবে।

১১। এ সকল কার্যক্রমে কোন বিষয় শিক্ষক সক্রিয়ভাবে অংশ না নিলে বা অবহেলা করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। অধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি মনিটরিং সেল একাডেমিক/ কোচিং কার্যক্রমের মনিটরিং করবেন ও তাদর মুল্যায়ন মাননীয় সভাপতি, গভর্নিং বডির নিকট উপস্থাপন করবেন। এতে শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষককে পুরস্কৃত ও অবহেলাকারী শিক্ষককে তিরস্কৃত করা যেতে পারে। একই সাথে ৫% এর অধিক শিক্ষার্থীর দূর্বলতা পরিলক্ষিত হলে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১২। ৩য় অংশ অর্থাৎ সিটি-৩ এর সিলেবাস শুরু হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে অবশ্যই তার ক্লাসে মনোযোগী শিক্ষার্থী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তালিকা শাখা কো-অর্ডিনেটর এর কাছে জমা দিবেন।

১৩। অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ও ৭নং ক্রমিক-এ বর্ণিত শিক্ষার্থীদের তালিকা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ফলাফল ও তালিকার অসামঞ্জস্যতা শিক্ষকের ক্লোজ মনিটরিং এ দুর্বলতা হিসাবে গন্য হবে।

১৪। (ক) প্রতিটি কুইজ টেস্টের নম্বর-১০। সিটি (ক্লাস টেস্ট) এর নম্বর - ২০। অর্ধ-বার্ষিক এর আগে ০৯টি কুইজ টেস্ট এবং ০৩টি সিটিতে মোট নম্বর - ৯x১০+৩x২০=১৫০।

৯x১০+৩x২০=১৫০ এর ২০% = ৩০ এর সাথে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ৭০% = ৭০ নম্বর যোগ করে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হবে।

ব্যবহারিক বিষয়ে কুইজ টেস্ট ১০ মার্কের ৮টি এবং ১৫ মার্কের সিটি ৩টি থাকবে অর্থাৎ ৮ x ১০+৩ x ১৫=১২৫ এবং ২০%=২৫।

(খ) বার্ষিক এর আগে ০৯টি কুইজ টেস্ট এবং ০৩টি সিটিতে মোট নম্বর - ৯x১০+৩x২০=১৫০।

৯x১০+৩x২০=১৫০ এর ২০% = ৩০ এর সাথে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ৭০% = ৭০ নম্বর যোগ করে বার্ষিক পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হবে।

(গ) মেধাস্থান এবং প্রমোশন দুই পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে।

১৫। পাঠদান ও শিক্ষার্থী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রতিষ্ঠানের ডায়েরীতে বিষয় শিক্ষককেসংরক্ষণ করতে হবে।

১৬। প্রতিটি কুইজ পরীক্ষায় শাখা ভিত্তিক ১ম স্থান অধিকারী ১৫/২০ টাকা দামের পুরস্কার (কলম) সহকারী প্রধান শিক্ষকের হাতে এবং সিটিতে শ্রেণি ভিত্তিক ১ম ও ২য় স্থান অর্জনকারীকে ১০০/১২০ টাকা মূল্যের পুরস্কার অধ্যক্ষের হাতে প্রদান করা হবে।

১৭। ৫০% এর উপর অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর অভিভাবক যদি যৌক্তিক কারণ দেখাতে অপারগ হন তবে ঐ শিক্ষার্থীকে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে না।

মোঃ রশিদ আহমদ
অধ্যক্ষ
বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট